প্রবাসীর পূজার স্মৃতি।

আগমনীর মধুর গানে, সারা বঙ্গ গেছে ছেয়ে।
লতায় পাতায় নীল আকাশে, প্রকৃতি যায় সে গান গেয়ে॥
এমনি মধুর শারদ প্রাতে, বছর পরে পূজার দিনে।
ছেলেবেলার সুখের স্মৃতি, আজকে পুনঃ জাগে মনে॥
মনে পড়ে, নদীর ধারে, শ্যামল ঘন বটের ছায়ে।
কেটে গেছে সারা বেলা, খেলা করে' ভায়ে ভায়ে॥
মনে পড়ে, সরিষ-ঘেরা হরিৎ-মাঠে চাষার গানে।
মনে পড়ে, নদীটির সেই ভরে' যাওয়া কানে কানে॥
মনে পড়ে, সঙ্গী-সাথে, নদীর ধারে, কত খেলা।
মনে পড়ে, দুপুর রোদে, হাটের ধারে লোকের মেলা॥
নদীর পারে দিগন্তে সেই কাল ঘন বনের রেখা।
মনে পড়ে, ক্ষেতের ধারে, মেঠো পথের ধূসর লেখা॥
মনে পড়ে, গাঁয়ের মাঝে, পাঠশালার সে কুঁড়েখানি।
মনে পড়ে, "জোড়াদিঘীর" স্তব্ধ, কাল মূর্ত্তিখানি॥
মনে পড়ে, এমনি দিনে, সোণার বরণ শারদ-সাঁজে।
ভগ্ন-শিবের দেউল মাঝে, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজে॥
মনে পড়ে, কাশের বনে, লুটিয়ে পড়ে চাঁদের আলো।
জীর্ণ, মলিন, ভিটার' পরে, আধেক উজল, আধেক কালো॥
মনে পড়ে গাঁয়ের মাঝে, পূজা-বাড়ীর বাদ্যরোল।
সন্ধ্যারতির ঢাকের শব্দ; পল্লীপথে লোকের গোল॥
তিনটী দিনের দেবীপূজা, ঘরে ঘরে ভরা হাসি।
বিজয়ার সেই 'কোলাকুলি',—গুরুজনের আশিষ-রাশি॥
বছর পরে এমনি দিনে, এমনি কত মধুর টানে।
আজ সুদূরে, ঘরের মাঝে, ফোটায় অশ্রু নয়ন-কোণে॥

দুখের বোঝা সরিয়ে দিয়ে যায় না কি সব ভুলে যাওয়া ?
যে সুখের দিন গেছে চলে, যায় না কি তা ফিরে পাওয়া ?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

গঙ্গার ঘাটে।

একদিন, হেমন্তের স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে,
বালিকারে সাথে লয়ে, যতেক যুবতী
ধোয়াইছে অঙ্গ তা'র, প্রসাধন-শেষে ;
আজিকে বিবাহ তা'র,—তাই এত প্রীতি ॥

আর দিন, বরিষার মেঘ-ম্লান প্রাতে,
দুই বর্ষ পরে হেরি, পুনঃ সেই ঘাটে,
চোখে জল শোকাকুলা, সেই বালিকারে ;
নাহিক সিন্দূর-বিন্দু ললাটের পটে ॥
এই ঘাটে আর দিন, কত হাসি, কত গোল ;
আজ শুধু, দীর্ঘশ্বাস, রোদনের উচ্চ রোল ॥

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।